কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর সংস্কারের পথনির্দেশিকা ২০২৫-২৬

পাইলট উদ্যোগ:

কলকারখানা শ্রমিকদের সার্ভিস বেনেফিট প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে তহবিল গঠন

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত রাষ্ট্রের মেরামত কার্যক্রমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়েও সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শ্রমখাত, শ্রমমান ও শ্রমসেক্টরের সার্বিক পরিস্থিতি উন্নয়নে ও শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। সেবা প্রার্থীদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে। সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় করে পাওয়া নানামুখী সংস্কার প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করে "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর সংস্কারের পথনির্দেশিকা ২০২৫-২৬"পুস্তিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

আরিফ আহমেদ খান
যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর,
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নসহ শ্রম ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে মালিক, শ্রমিক, সরকার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭০ সনে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর নামে একটি স্বতন্ত্র পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়। দীর্ঘপথ পরিক্রমায় বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কলকারখানা, দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এসব সেক্টরে কাজ করছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী। এ বিপুল সংখ্যক কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) শ্রম আইন প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করে আসছে। ১৫ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর একটি প্রধান কার্যালয় এবং একত্রিশ টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

জাতীয় অথণীতিতে ক্রমবধমান শিল্প সেক্টরের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবি মানুষের আইনগত অধিকার, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কমপরিবেশ সৃষ্টি, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন; নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নসহ বিদ্যমান কর্মকান্ডকে সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ডাইফের কর্মকাণ্ডের সংস্কার প্রয়োজন।

১. প্র্যাক্টিস রিফর্ম (Practice Reform)

১.১ শ্রমিকদের সার্ভিস বেনেফিট প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে তহবিল গঠন

প্রেক্ষাপট:

সাধারণত সকল কলকারখানা বা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অবসর বা চাকরি অবসানের পর তাদের সার্ভিস বেনেফিট (গ্র্যাচুইটি, প্রফিডেন্ট ফান্ড, চাটাই ক্ষতিপূরণ, জমাকৃত ছুটির অর্থ) প্রাপ্তির বিষয়টি খুব জটিল। অনেক কলকারখানা বা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা সময়মতো তাদের এসব সার্ভিস বেনেফিট পায় না। ফলে সামষ্টিকভাবে শ্রমিকদের সার্ভিস বেনেফিট প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রম অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। যার প্রভাব বহুমূখী ও যা স্থিতিশীলতায় বিচ্যুতি ঘটায়। বাংলাদেশে শ্রম অসন্তোষের মূল কারণ হলো চাকরির অবসানের পর বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসারে শ্রমিকের আইনগত অধিকার প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা। যত দিন যায় সমস্যা তত জটিল থেকে জটিলতর হয়। বিষয়টি সহজীকরণের লক্ষ্যে বাৎসরিক তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনার একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

মূল দায়িত্ব:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর প্রশাসন শাখা।

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-মহাপরদর্শক ও শ্রম পরিদর্শক, সংশ্লিষ্ট কারখানার মালিক কর্তৃপক্ষ, আইএলও, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, শ্রমিক সংগঠন।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

মার্চ ২০২৬

১.২ বিভিন্ন কলকারখানা বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকুরিবিধি অনলাইনে অনুমোদন নিশ্চিতকরণ

প্রেক্ষাপট:

সকল কলকারখানা বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকুরিবিধি অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কিছু নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে ডাইফ-এর মহাপরিদর্শক বরাবর হার্ডকপিতে আবেদন করতে হয়। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। অনলাইনে সামগ্রিক বিষয়টি সম্পন্ন করার নিমিত্ত ডাউফ কর্তৃক একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। ডাইফের LIMA (Labour Inspection Management Application) সফটওয়ায়ে এ সংক্রান্ত একটি লিংক তৈরী করা যেতে পারে। এসংক্রান্ত একটি ফরমেট অনলাইনে দেয়া থাকবে।

মূল দায়িত্ব:

ডাইফ এর প্রশাসন শাখা।

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল, জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাইফের উপ-মহাপরদর্শক, সংশ্লিষ্ট কলকারখানার বা প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃপক্ষ।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

মার্চ ২০২৬

১.৩ ই-ইন্সপেকশন সিস্টেম সহজীকরণ

প্রেক্ষাপট:

LIMA (Labour Inspection Management Application) নামে ডাইফ এর একটি সফটওয়ার আছে। এতে ই-ইন্সপেকশন সিস্টেমের একটি লিংক রয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে পরিদর্শন, লাইসেন্স-লেআউট অনুমোদন, অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ, কাজের সময়সূচী অনুমোদন ইত্যাদি কার্যক্রম চালু রয়েছে। কিন্তু সিস্টেমটি খুব জটিল। এটাকে স্মার্ট, সহজীকরণ ও ব্যবহার বান্ধব করার লক্ষ্যে ডাইফ কর্তৃক একটি সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

মূল দায়িত্ব:

ডাইফ এর প্রশাসন শাখা।

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালরের আইসিটি উইং, জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাইফের উপ-মহাপরদর্শক, আইএলও।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

ডিসেম্বর ২০২৫

১.৪ সেক্টর ভিত্তিক শ্রমিকদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরীকরণ ও সকল সেক্টরে ডিজিটাল পরিচয়পত্র প্রদান

প্রেক্ষাপট:

ডাইফ-এ LIMS (Labour Information Management System) নামক প্রকল্পের মাধ্যমে ৬টি রপ্তানীমূখী শিল্প সেক্টরের কিছু কলকারখানার শ্রমিকদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে এতং প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিকের LIN কার্ড প্রদান করা হয়েছে। ফলে একজন শ্রমিকের একটি ইউনিক আইডি ও নাম্বার জেনারেট হয়েছে। বর্তমানে এ প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। ডাইফ কর্তৃক ট্যানারী সেক্টরে কর্মরত প্রায় ১৮ হাজার শ্রমিকের মধ্যে বাদ পড়া অবশিষ্ট শ্রমিকদের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এর পর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সেক্টরেও ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরীকরণ ও সকল সেক্টরে ডিজিটাল পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

মূল দায়িত্ব:

ডাইফ এর প্রশাসন শাখা।

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আইসিটি উইং, ডাইফ এর জেলা কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-মহাপরিদর্শক, সংশ্লিষ্ট ট্যানারী কলকারখানার মালিক কর্তৃপক্ষ, আইএলও, শ্রমিক সংগঠন।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

জুন ২০২৬

১.৫ শ্রমঘন এলাকার Strategic Compliance Management -এর জন্য কলকারখানা ম্যাপিং

প্রেক্ষাপট:

কোনো নির্দিষ্ট শ্রমঘন এলাকায় রপ্তানীমূখী যতগুলো কলকারখানা রয়েছে, তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ, অবস্থান, মালিকানা, কার্যক্রমের ধরন, শ্রমিক সংখ্যা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, নিকটস্থ ফায়ার স্টেশন, হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশনের নাম ইত্যাদি তথ্য একত্রিত করে একটি সিস্টেমে সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করাকে কলকারখানা ম্যাপিং বোঝায়। সাধারণত শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, ঝুঁকি মূল্যায়ন ও নজরদারি সহজ হয় করাই হলো কারখানা ম্যাপিং-এর মূল উদ্দেশ্য। এসব তথ্যাদি বিদেশী ক্রেতা বা সংশ্লিস্ট যে কেউ অনলাইনে দেখতে পারেন। ২০১৮ সালে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় আরএমজি সেক্টরে ডাইফ কর্তৃক কলকারখানা ম্যাপিং করা হয়েছিল। বর্তমানে ডাইফ কর্তৃক এ কার্যক্রমের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

মূল দায়িত্ব:

শ্রমঘন জেলায় ডাইফের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-মহাপরদর্শক।

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আইসিটি উইং, ডাইফ এর প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখা, সংশ্লিষ্ট কলকারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক সংগঠন, আইএলও।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

জুন ২০২৬

১.৬ কর্মসংস্থান বিষয়ে তথ্য প্রদানের প্লাটফর্ম গঠন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের মতো শ্রমঘন অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান বিষয়ে তথ্য প্রদানের প্লাটফর্ম গঠন একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চাকরি সন্ধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মজীবন সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়া এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিকরা নির্ভরযোগ্য কর্মসংস্থানের তথ্য, প্রশিক্ষণের সুযোগ, নিয়োগ সংস্থা এবং শ্রম বাজারের চাহিদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

মূল দায়িত্ব:

ডাইফ এর প্রধান কার্যালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ উপশাখা।

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, ডাইফ এর প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখা, আইএলও, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, নিউজ পোর্টাল, বিডি জবস।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

মার্চ ২০২৬

২. প্রসেস রিফর্ম (Process Reform)

২.১ ফ্যাক্টরি/ প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিপূর্ণ তালিকা প্রণয়ন, হালনাগাদ করণ এবং ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন সময়সূচি প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

ফ্যাক্টরি/ প্রতিষ্ঠানের যথাযথ ঝুঁকিপূর্ণ তালিকা প্রণয়ন, তথ্য সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ এবং ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যা শ্রমিকদের সুরক্ষা, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রমকে আরও দক্ষ করে তোলে। ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিক পর্যাপ্ত ও সময়োচিত পরিদর্শন নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে দুর্ঘটনা, শ্রম অধিকার লঙ্ঘন এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রতিরোধ করা যায়। এলক্ষ্যে ডাইফ কর্তৃক মানিকগঞ্জ জেলা বা যেকোন শ্রমঘন জেলায় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সেইসাথে একটি SOP এর একটি খসড়া তৈরী করা যেতে পারে।

মূল দায়িত্ব:

ডাইফ এর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-মহাপরিদর্শক।

সহযোগিতায়:

ডাইফ এর প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখা ও আইন শাখা, সংশ্লিষ্ট কলকারখানা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক সংগঠন, আইএলও।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

মার্চ ২০২৬

২.২ সকল সেবা অনলাইন ট্র্যাকিং-এ অন্তর্ভূক্তকরণর লক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস পোর্টালের ডিজাইন তৈরীকরণ

প্রেক্ষাপট:

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল উদ্ভাবনী উদ্যোগ, যা সেবাপ্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারী ডাইফের সকল সেবার অগ্রগতি, অবস্থা এবং ফলাফল অনলাইনে দেখা ও ট্র্যাক করার সুবিধা নিশ্চিত করা, ভোগান্তি কমানো ও ফলোআপ-এর জন্য অফিসে যাতায়াতের প্রয়োজন হ্রাস করবে। এতে স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ট ও নোটিফিকেশন চালু করা সম্ভব। সেলক্ষ্যে ডাইফ কর্তৃক সকল সেবা অনলাইন ট্র্যাকিং-এ অন্তর্ভূক্তকরণর লক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস পোর্টালের ডিজাইন ও একটি SOP এর খসড়া তৈরী করা যেতে পারে।

মূল দায়িত্ব:

ডাইফ এর প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখা।

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আইসিটি উইং, জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-মহাপরদর্শক, আইএলও, কারখানার মালিক কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক সংগঠন।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

ডিসেম্বর ২০২৫

২.৩ শিশুশ্রম মুক্ত জেলা ঘোষণাকরণের উদ্যোগ গ্রহণ

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের মতো শ্রমঘন দেশে অনানুষ্ঠানিক খাতের শিশুশ্রম শনাক্তকরণ ও পুণর্বাসন অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। এলক্ষ্যে মানিকগঞ্জ জেলা বা যে কোন একটি জেলায় শতভাগ শিশুশ্রম মুক্তকরণের লক্ষ্যে ডাইফ কর্তৃক তথ্যভিত্তিক কার্যক্রম, তথ্য সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও NGO-দের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করে শিশুশ্রম মুক্ত জেলা ঘোষণার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

মূল দায়িত্ব:

ডাইফের সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-মহাপরদর্শক।

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন, ডাইফ এর প্রধান কার্যালয়ের স্বাস্থ্য শাখা, কলকারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, আইএলও, এনজিও।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

মার্চ ২০২৬

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম (Structural Reform)

৩.১ জেলা অফিসের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

প্রেক্ষাপট:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর ৩১ টি জেলায় অফিস রয়েছে যার মাধ্যমে সারা দেশে ৬৪ টি জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অর্গানোগ্রামে প্রত্যেকটি জেলা অফিসের জন্য সমান সংখ্যক জনবল রয়েছে। শ্রমঘন জেলার একাধিক অফিস স্থাপন এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে জেলা কার্যালয়ের জনবল এর সংখ্যা কম বেশী করে সমন্বয় করা যেতে পারে। সেইসাথে জেলা কার্যালয়কে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এতে শ্রম সেক্টরের দক্ষ ব্যবস্থাপনা, নজরদারি, শৃঙ্খলা এবং ঝুকি হ্রাস কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে। এসংক্রান্ত একটি খসড়া প্রস্তাবনা ডাইফ কর্তৃক শ্রম ও কর্মসংস্থাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে।

মূল দায়িত্ব:

ডাইফ এর প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখা।

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ডাইফের জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-মহাপরদর্শক, আইএলও।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

ডিসেম্বর ২০২৫

৩.২ বিভাগীয় অফিস স্থাপন

প্রেক্ষাপট:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর বিভাগীয় পর্যায়ে কোন অফিস নাই। বিভাগীয় পর্যায়ে ডাইফের অফিস স্থাপন করা হলে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে দ্রুততর সেবা প্রদান, পরিদর্শন ও নজরদারী আরো জোরদার এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরের উপর চাপ কমিয়ে স্থানীয় সিদ্ধান্তে ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ডাইফ, শ্রম অধিদপ্তর, শিল্প বা কর্মসংস্থান বিষয়ক সংস্থার মধ্যে শ্রম সেক্টরের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে আরো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। সেলক্ষ্যে এসংক্রান্ত একটি খসড়া প্রস্তাবনা ডাইফ কর্তৃক শ্রম ও কর্মসংস্থাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে।

মূল দায়িত্ব:

ডাইফ এর প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখা।

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম অধিদপ্তর, আইএলও।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

ডিসেম্বর ২০২৫

৩.৩ স্থায়ী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স গঠন

প্রেক্ষাপট:

প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স গঠন দক্ষ শ্রম সেক্টর পঠনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ হবে। এই প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকবে ও কয়েকটি আঞ্চলিক কার্যালয় থাকবে। এসব ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে শ্রমমান সংক্রান্ত গবেষণা, প্রশিক্ষণ, কার্যভিত্তিক মূল্যায়ন ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতি সময়োপযোগী ও আধুনিক করা সম্ভব। এসংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা ডাইফ কর্তৃক শ্রম ও কর্মসংস্থাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে।

মূল দায়িত্ব:

ডাইফ এর প্রধান কার্যালয়ের পরিকল্পনা শাখা, আইন শাখা

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম অধিদপ্তর, আইএলও।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

মার্চ ২০২৬

৪. পলিসি রিফর্ম (Policy Reform)

৪.১ পরিদর্শন ও নজরদারি নীতিমালা পুণর্গঠন

প্রেক্ষাপট:

সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল চাহিদা এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে এই নীতিমালাগুলো পুণর্গঠন করা অপরিহার্য। বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, নতুন নীতিমালার মূল উপাদানসমূহ, বাস্তবায়ন কৌশল এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে একটি কার্যকর পরিদর্শন ও নজরদারি নীতিমালা পুণর্গঠন করা সম্ভব । এসংক্রান্ত ডাইফ এর পরিদর্শন ও নজরদারি নীতিমালার খসড়া (গাইডলাইন) প্রস্তুত করে একটি প্রস্তাবনা শ্রম ও কর্মসংস্থাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে।

মূল দায়িত্ব:

ডাইফ এর প্রধান কার্যালয় এর পরিকল্পনা শাখা, আইন শাখা।

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, আইএলও।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

ডিসেম্বর ২০২৫

৪.২ তথ্য উন্মুক্তকরণ ও পরিদর্শন প্রতিবেদন ডাইফের অফিসিয়াল পোর্টালে প্রকাশ নিশ্চিতকরণ

প্রেক্ষাপট:

স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মূল ভিত্তি তথ্য উন্মুক্তকরণ এবং প্রতিবেদন অনলাইনে প্রকাশ করা। এর মাধ্যমে মালিক-শ্রমিক বা সংশ্লিষ্ট পক্ষরা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে এবং একটি গঠনমূলক নজরদারি রাখতে পারে। ডাইফ এর সকল তথ্য উন্মুক্তকরণ ও অনলাইনে প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে। সেলক্ষ্যে ডাইফ এর অফিসিয়াল পোর্টালের লিংক আপগ্রেডকরণ এবং এর একটি খসড়া গাইডলাইন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

মূল দায়িত্ব:

ডাইফ এর প্রধান কার্যালয় এর প্রশাসন শাখা, আইন শাখা।

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আইসিটি উইং, আইএলও।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

জুন ২০২৬

৪.৩ শ্রম আইন ও বিধিমালা হালনাগাদকরণ এবং একত্রিতকরণ

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের শ্রম আইন ও বিধিমালা হালনাগাদকরণ এবং ইপিজেড শ্রম আইনকে মূল শ্রম আইনের সাথে একত্রিতকরণ দেশের দক্ষ শ্রমবাজার ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা, বিনিয়োগ আকর্ষণ, বিরোধ নিষ্পত্তি, জটিলতা হ্রাস, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে বাংলাদেশের শ্রম আইন ও বিধিমালা হালনাগাদকরণ ও একত্রিতকরণ জরুরি। সেলক্ষ্যে ডাইফ এর একটি প্রস্তাবনা শ্রম ও কর্মসংস্থাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে।

মূল দায়িত্ব:

ডাইফ এর প্রধান কার্যালয়ের আইন শাখা

সহযোগিতায়:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; আইএলও।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

মার্চ ২০২৬

২০২৫-২৬ সালে বাস্তবায়নযোগ্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর অন্যান্য উদ্যোগ

০১। শ্রমিক দুর্ঘটনা ডেটাবেইস তৈরি ও বিশ্লেষণ এবং দুর্ঘটনা ঘটনার কেন্দ্রীয় রেকর্ড সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদকরন

০২। প্রতিটি শ্রমঘন অঞ্চলে আলাদা আলাদা ইএসএইচ (Environment, Safety, Health) ইউনিট গঠন

০৩। গার্মেন্টস, নির্মাণ ও কেমিক্যাল শিল্পে বিশেষ নজরদারি কর্মসূচি (Focused Monitoring) চালুকরণ

০৪। শিল্পঘন এলাকায় সমন্বিত শ্রমিক সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

০৫। ILO কনভেনশন বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন

০৬। জেলা পর্যায়ে ডাইফ এর অফিস সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ

০৭। কলসেন্টার (16357) এর প্রচারণা বৃদ্ধিকরণ

পাইলট উদ্যোগ:

কলকারখানা শ্রমিকদের সার্ভিস বেনেফিট প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে তহবিল গঠন

০১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০১ মার্চ ২০২৬

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা:

সকল কলকারখানা বা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অবসর বা চাকরি অবসানের পর তাদের সার্ভিস বেনেফিট প্রাপ্তি সময়মত নিশ্চিত না হলে সৃষ্ট শ্রম অসন্তোষ জটিলতার কারণ:

- বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ অনুযায়ী সকল কলকারখানা শ্রমিকদের অবসর বা চাকরি অবসানের পর সার্ভিস বেনিফিট সুবিধা (গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, অবসান সুবিধা, ছুটির নগদায়ন, বকেয়া বেতন ও ভাতা, ঐচ্ছিক অবসরকালীন সুবিধা) সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিধান রয়েছে। সকল কলকারখানা বা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অবসর বা চাকরি অবসানের পর তাদের সার্ভিস বেনেফিট প্রাপ্তির বিষয়টি বর্তমানে বেশ জটিল। অনেক কলকারখানা বা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা সময়মতো তাদের এসব সার্ভিস বেনেফিট পায় না। তখন তাদের মনে প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনার প্রতি আস্থা নষ্ট হয়।
- বহু প্রতিষ্ঠান বেনিফিট বিষয়ে সঠিক তথ্য দেয় না বা অপপ্রচার চালায়, ফলে গুজব ও উত্তেজনা বাড়ে।
- বাংলাদেশ শ্রম আইনে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্ভিস বেনিফিট পাওয়ার কথা, তবে পরিদর্শন দুর্বলতা, জরিমানা কার্যকর না হওয়া, বিচার প্রক্রিয়া ধীরগতির ফলে শ্রমিকেরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্ভিস বেনিফিট পায় না।
- অনেক কলকারখানার মালিকপক্ষ আগে থেকেই কোনো ফান্ড গঠন করে না। ফলে যখন শ্রমিক অবসর বা চাকরি ছাড়ে বা কলকারখানা বন্ধ হয়, তখন হঠাৎ অর্থ সংকট দেখিয়ে বেনিফিট 'পরবর্তীতে দেওয়া হবে' বলে তাদেরকে হয়রানী করা হয়।

প্রভাব/ ফলাফল:

- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি
- সম্পদ ও জীবনহানি
- অর্থনৈতিক ক্ষতি
- আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন
- কর্মঘন্টা নষ্ট
- সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগে অনীহা

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা (Wayout & Result)

পাইলটিং বিবেচনায় নিয়ে সমস্যা সমাধানের উপায়:

বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ এর ধারা-৩০ অনুসারে (চাকরি অবসানের ৩০ দিনের মধ্যে শ্রমিকের সকল পাওনাদি পরিশোধ করতে হয়) শ্রমিকের অবসরজনিত বা চাকরি শেষে পাওনাদি পরিশোধ করা না হলেই শ্রম অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। যত দিন যায় সমস্যা তত জটিল থেকে জটিলতর হয়। এতে করে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়।

- কলকারখানা শ্রমিকদের অবসর বা চাকরি অবসানের পর সার্ভিস বেনেফিট প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক কলকারখানা বা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে।
- উদ্যোক্তা/ মালিকপক্ষ ব্যবসা শুরুর বছরান্তে প্রত্যেক শ্রমিকের মূল মজুরি (বেসিক)-র ১২ ভাগের একভাগ পরবর্তী বছরের প্রতি মাসে একটি বিশেষ তহবিলে সঞ্চয় করবেন।
- সংশ্লিষ্ট কলকারখানার শ্রমিকদের সার্ভিস বেনেফিট তহবিল শিরোনামে একটি একাউন্ট থাকবে। একাউন্টটি হবে যৌথ (মালিক + পদাধিকার বলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের সচিব মহোদয়)।
- শ্রমিকদের অবসর বা চাকরি অবসানের পর সার্ভিস বেনেফিট প্রাপ্তির আইনগত সুবিধা প্রদান করা হবে সংশ্লিষ্ট কলকারখানার শ্রমিকের অনুকুলে জমাকৃত অর্থ হতে।
- প্রতিটি শ্রমিকের চাকরির মেয়াদ, বেতন, ছুটি এবং বেনিফিট এর হিসাব হালনাগাদ থাকবে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। ডাইফ এর Labour Information Management System নামক অনলাইন সিস্টেমের সাথে লিংক করা হবে।
- ফ্যাক্টরি লেভেলে 'Service Benefit Desk' গঠন করা হবে। এতে শ্রমিকদের সার্ভিস বেনিফিট সম্পর্কিত প্রশ্ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি সেবা ডেস্ক থাকবে। নিয়োগপত্র ও ডিসচার্জ স্লিপে বেনিফিট পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকবে। সংশ্লিষ্ট জেলার ডাইফ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-মহাপরিদর্শক বিষয়টি তদারকি করবেন।
- তহবিল ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত একটি অপারেশনাল গাইড লাইন তৈরী করা হবে।
- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন ও প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

- কলকারখানা শ্রমিকদের সার্ভিস বেনেফিট প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে তহবিল গঠন

(খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে:

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে?

- পাইলটিং হিসাবে যে কোন একটি কলকারখানা যেখান থেকে পাইলটিং সময়ে কিছু শ্রমিকের চাকুরির অবসান হবে।

পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী?

কলকারখানায় শ্রমিকের চাকরির অবসান আইনানুসারে করা হয়। অবসর বা চাকরি অবসানের পর ন্যায্য সার্ভিস বেনিফিট সুবিধা (গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, অবসান সুবিধা, ছুটির নগদায়ন, বকেয়া বেতন ও ভাতা, ঐচ্ছিক অবসরকালীন সুবিধা) শ্রমিকেরা যথাসময়ে প্রাপ্ত হবেন। সুতরাং পাইলটিং সফল হবে।

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে?

- ০১ ডিসেম্বর ২০২৫-এ শুরু হবে এবং ০১ মার্চ ২০২৬-এ সমাপ্ত হবে।

(ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে?

- **উপকৃত হবেন**
- চাকরির অবসান হওয়া শ্রমিকবৃন্দ
- শ্রম অসন্তোষ নিরসন ব্যবস্থাপনায় জড়িত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন শ্রম অধিদপ্তর, ডাইফ কর্মকর্তা ও কর্মচারী
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী
- সংশ্লিষ্ট এলাকার পার্শ্ববর্তী কলকারখানা বা প্রতিষ্ঠান
- সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণ
- সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

- **অর্থ সাশ্রয়**
- শ্রম অসন্তোষ নিরসন ব্যবস্থাপনা ও এর প্রভাব সম্পর্কিত সমুদয় অর্থ।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?

সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ	কীভাবে কাজে লাগানো হবে
কলকারখানার উদ্যোক্তা/ মালিক	• তহবিলে শ্রমিকদের বিপরীতে সার্ভিস বেনেফিটের অর্থ জমাদানকারী • তহবিলের যৌথ পরিচালনাকারী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়	• পাইলট পরিচালনাকারী • তহবিলের যৌথ পরিচালনাকারী
ডাইফ এর মহাপরিদর্শক	• পাইলট ও তহবিল পরিচালনাকারী সদস্য
সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-মহাপরিদর্শক (ডাইফ)	• পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য সচিব
সংশ্লিষ্ট জেলার পরিচালক (শ্রম অধিদপ্তর)	• পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য
সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রম পরিদর্শক (ডাইফ)	• পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য
পেশাগত সংগঠন	• পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য
সংশ্লিষ্ট কলকারখানার প্রশাসন/এইচআর এর একজন কর্মকর্তা	• পাইলট পরিচালনাকারী সদস্য
ILO প্রতিনিধি	• আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক
এনজিও প্রতিনিধি	• দেশীয় পর্যবেক্ষক

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

রিসোর্স	কিভাবে কাজে লাগানো যায়	কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে
মানবসম্পদ (Human Resources)	• পাইলট সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা অর্জন • কার কি কাজ তা চিহ্নিতকরণ • পাইলট পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, ও তদারকি • উদ্বুদ্ধকরণ • বৈদেশিক, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা	• পাইলট সম্পর্কে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা • পাইলট বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্তকরণ • সমস্যা নিরসনে নতুন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন • সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা
আর্থিক সম্পদ (Financial Resources)	• তহবিল পরিচালনার জন্য অপারেশনাল গাইডলাইন তৈরী • পাইলট প্রকল্পের পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন • প্রযুক্তিগত উন্নয়ন • উপকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ/ প্রশিক্ষণ	• তহবিল সংরক্ষণ • সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট • স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন পদ্ধতি
প্রযুক্তিগত সম্পদ (Technical Resources)	• তথ্য সংগ্রহ • সফটওয়্যার ব্যবহার করে সহজীকরণ	• তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি • নির্ভরযোগ্য সফটওয়্যার/অ্যাপ তৈরী • ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ
জ্ঞানসম্পদ ও তথ্য (Knowledge & Data Resources)	• নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ • পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও গবেষণাভিত্তিক উন্নয়ন • ফলাফল মূল্যায়নে মানদণ্ড নির্ধারণ	• বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায় তথ্য বিশ্লেষণ; নিয়মিত ফিডব্যাক মেকানিজম
প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক রিসোর্স (Institutional Resources)	• অংশীদার প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক কাঠামোর সমন্বয়ে • স্থানীয় বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় • নীতিগত ও আইনগত কাঠামোর প্রয়োগ	• প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা • সুসংগঠিত নীতি ও গাইডলাইন • আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা

রিসোর্স	কিভাবে কাজে লাগানো যায়	কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে
সামাজিক ও কমিউনিটি রিসোর্স (Social and Community Resources)	• সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা • সচেতনতা এবং আচরণগত পরিবর্তন • স্থানীয় বাস্তবতা অনুসারে পরিকল্পনা গ্রহণ	• সামাজিক নেতৃবৃন্দ ও নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা বাড়ানো • আস্থা অর্জন • স্থানীয় প্রতিক্রিয়া ও চাহিদার মূল্যায়ন

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম:

ক্রম	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/ মন্তব্য
০১	মতবিনিময় সভা ও পাইলট বাস্তবায়নে সম্পৃক্তকরণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম অনুবিভাগ, ডাইফ এর প্রশাসন শাখা ও সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-মহাপরিদর্শক, কলকারখানার মালিক, শ্রমিক সংগঠন	৮ দিন	পাইলট সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান, আগ্রহ সৃষ্টি, কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কাজে সম্পৃক্তকরণ
০২	উদ্বুদ্ধকরণ	সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-মহাপরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রম পরিদর্শক (ডাইফ), সংশ্লিষ্ট জেলার পরিচালক (শ্রম অধিদপ্তর)	১০ দিন	মালিক/উদ্যোক্তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে সঠিক সময়ে শ্রমিকদের সার্ভিস বেনেফিট প্রদান না করলে শ্রম অসন্তোষের সৃষ্টি হবে, যার প্রভাব বহুমুখী ক্ষতিকারক। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের সুফল সম্পর্কে অবগত করা
০৩	সম্ভাব্যতা পরীক্ষা	সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-মহাপরিদর্শক (ডাইফ), মালিক পক্ষ, শ্রমিক প্রতিনিধি	১০ দিন	শ্রম অসন্তোষের ক্ষতিকর প্রভাবের হাত হতে রক্ষা পেতে পাইলটিং-এর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করতে হবে যে এই পদ্ধতিটি কতটা কার্যকর হবে
০৪	পাইলট পরিচালনাকারী	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/ ডাইফ/মালিক পক্ষ/ শ্রমিক প্রতিনিধি	৯০ দিন	পাইলট সম্পৃক্ত ব্যাক্তিবর্গের কার্যক্রম সমন্বয় করা ও একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করার বিষয়টি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ
০৫	যৌথ তহবিল সৃষ্টি ও পরিচালনা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়/ ডাইফ এর সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-মহাপরিদর্শক, কলকারখানার উদ্যোক্তা/মালিক, শ্রমিক সংগঠন	৯০ দিন	তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

ক্রম	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/ মন্তব্য
০৬	তহবিল গঠন ও পরিচালনার লক্ষ্যে অপারেশনাল গাইডলাইন তৈরী	ডাউফ এর প্রশাসন শাখা এবং আইন উপশাখা	২৫ দিন	তহবিলের গঠন, সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সুবিধা সঠিক সময়ে দক্ষতার সাথে প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে একটি গাইডলাইন তৈরী
০৭	বাস্তবায়ন তদারকি	ILO, এনজিও প্রতিনিধি	৯০ দিন	সার্ভিস বেনেফিট প্রদানে তহবিলের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও প্রভাব পযবেক্ষণ এবং পরামর্শ প্রদান
০৮	তথ্য ব্যবস্থাপনা	সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রম পরিদর্শক (ডাইফ), সংশ্লিষ্ট কলকারখানার এইচআর ও পেশাগত সংগঠন	৯০ দিন	সার্ভিস বেনেফিট প্রদানে তহবিলের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য তৈরী
০৯	অনলাইন প্ল্যাটফর্ম	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও ডাইফ এর প্রশাসন শাখা	৯০ দিন	প্রতিটি শ্রমিকের চাকরির মেয়াদ, বেতন, ছুটি, এবং বেনিফিট হালনাগাদ থাকবে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। এটি Labour Information Management System সাথে সংযুক্ত থাকবে।
১০	ফ্যাক্টরি লেভেলে ‘Service Benefit Desk’ গঠন	কলকারখানার মালিক পক্ষ ও ডাইফ এর সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-মহাপরিদর্শক	৬০ দিন	শ্রমিকদের বেনিফিট সম্পর্কিত প্রশ্ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি সেবা ডেস্ক থাকবে। নিয়োগপত্র ও ডিসচার্জ স্লিপে বেনিফিট পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকবে।

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

পাইলট সংস্কার উদ্যোগ	গৃহীত কৌশল
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া	পরিকল্পনার স্বচ্ছতা ও বাস্তবতা নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ ও ফলাফল মূল্যায়ন, সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব, ফলাফলভিত্তিক অভিযোজন এবং প্রচার ও যোগাযোগ
বন্ধ হওয়া রোধ করা	নীতিনির্ধারকদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা, কমিউনিটি ও স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা, ডকুমেন্টেশন, আংশিক ফলাফল শেয়ার করা এবং স্থায়িত্ব পরিকল্পনা করা
অভীষ্ট গ্রুপের নিকট জনপ্রিয় করা	পাইলট উদ্যোগটির উদ্দেশ্য সহজীকরণ সংক্রান্ত বার্তা প্রচার, উপযুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রয়োগ, পাইলট উদ্যোগটির প্রচারে প্লটফর্ম তৈরি, সৃষ্ট সমস্যা নিরসনে সহজ ও ফলপ্রসু উদ্যোগ হিসাবে প্রচারণা
মনিটরিং কার্যক্রম	মনিটরিং কাঠামো তৈরি, সময়াবদ্ধ রিপোর্টিং, ফলোআপ, অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং, ফিডব্যাকভিত্তিক আপডেট, মনিটরিং রিপোর্টের ফরম্যাট ও ডকুমেন্টেশন,
রেপ্লিকেট/ রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ	রেপ্লিকেশন-**Context Mapping,** মডেল ডকুমেন্টেশন ও Motivational Team প্রস্তুত • রোলিংআউট- পর্যায়ক্রমিক সম্প্রসারণ, পাইলট টু পলিসি লিংক তৈরি, অর্থায়নের রোডম্যাপ তৈরি, প্রতিটি পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ সেল গঠন • প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, প্রযুক্তি নির্ভরতা ও অটোমেশন

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

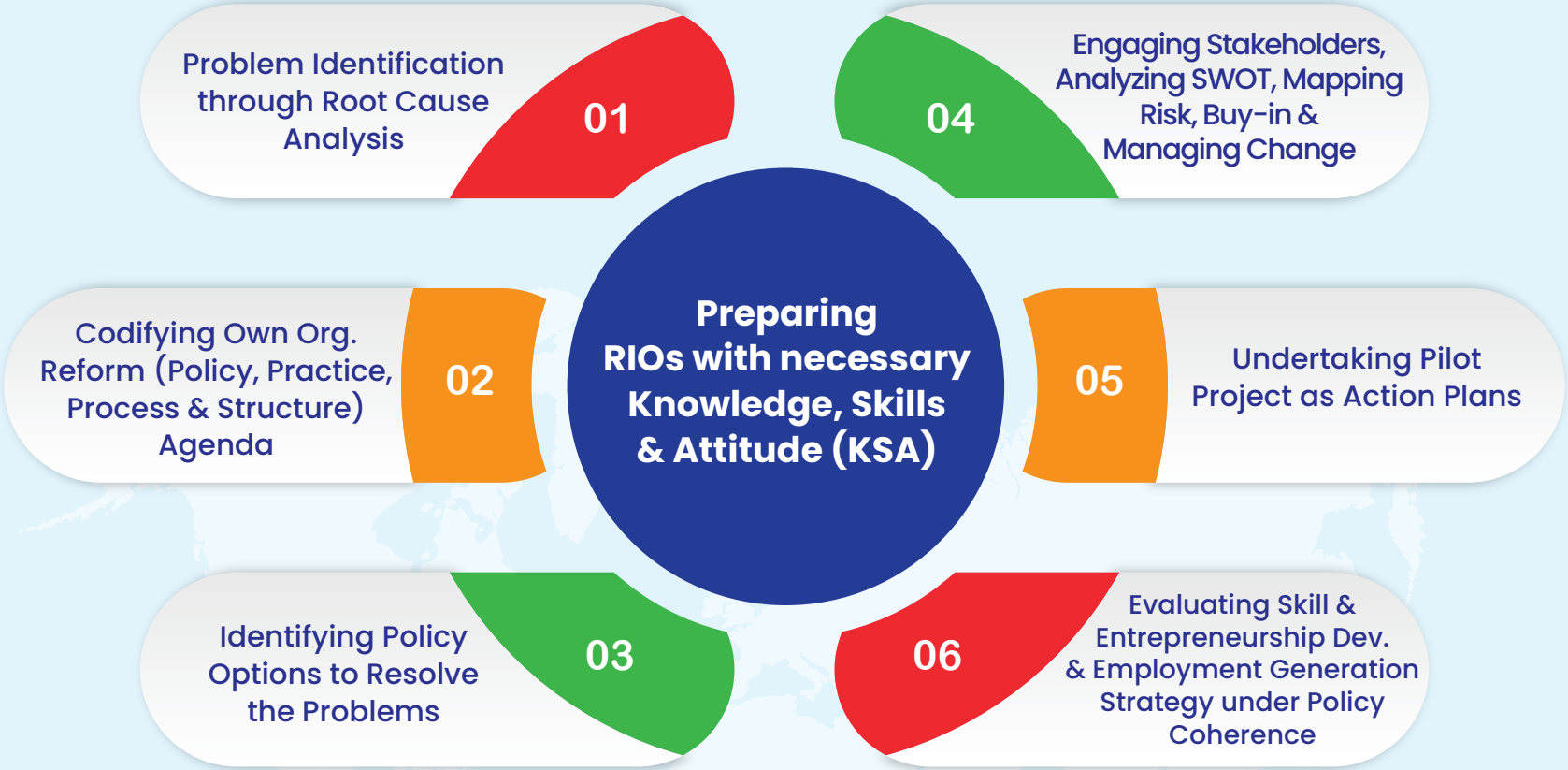

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়